

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আহল বা পরিবার কারা?

হাদিসে ‘ছাকালাইন’ এ এসছে ফাতমো, আলী, হাসান, হুসাইন ইনারাই হচ্ছনে আহলে বাইত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আহলে বাইত নির্ধারণে আলমেগণ কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করছেন। কউে কউে বলছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আহল হচ্ছ- তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তানগণ, বনু হাশমে, বনু আব্দুল মোত্তালবি এবং এদের সকলের আযাদকৃত দাসগণ। কউে কউে বলছেন: তারা হচ্ছনে- কুরাইশ গোত্র। কউে কউে বলছেন: আল-মুহাম্মদ হচ্ছনে- উম্মতে মুহাম্মদীর তাকওয়াবান ব্যক্তরি। কউে কউে বলেন: সকল উম্মতে মুহাম্মদী।

অগ্রগণ্য মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে স্ত্রীবর্গ আহলে-বাইত এর অন্তর্ভুক্ত হবনে। দলিল হচ্ছ-
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ (অর্থ- হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তওমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তওমাদেরকে পূরণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে।) এছাড়া ফরেশেতার ইব্রাহিমি (আঃ) এর স্ত্রী সারাকে বলছিলেন: رَحِمْتُ اللَّهَ (অর্থ- হে আহলে বাইত, তওমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত বর্ষতি হোক।) এবং যহেতু আল্লাহ তাআলা আগত আয়াতে লুত আলাইহিস সালাম এর স্ত্রীকে তাঁর আহল থেকে বাদ দিয়েছিলেন: إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ (অর্থ- কনিতু লুতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। তবে তার স্ত্রীকে নয়।)[সূরা হজির, আয়াত: ৫৯-৬০] এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কারো স্ত্রী তার পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো।

বনু মোত্তালবি: ইমাম আহমাদ থেকে এক বর্ণনা মতে এবং ইমাম শাফয়েরি অভিমত অনুযায়ী ‘তারা নবীর আহল বা পরিবারভুক্ত’। ইমাম আবু হানফি ও ইমাম শাফয়েরি মতে, বনু মোত্তালবি নবীর আহল বা পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো না। ইমাম আহমাদ থেকে এ মতের পক্ষও একটি বর্ণনা রয়েছে। এ মাসয়ালায় অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছ- বনু মোত্তালবি নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। জুবায়ের বনি মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি এবং ‘উসমান বনি আফ্ফান (রাঃ) নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি খাইবারের প্রাপ্ত খুমুস (পঞ্চমাংশ) থেকে বনু মোত্তালবিবকে অংশ দিয়েছেন; আমাদেরকে দেননি। অথচ আমরা ও তারা সম্পর্কে দকি থেকে আপনার কাছে একই পর্যায়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নঃসন্দেহে বনু হাশমি ও বনু মোত্তালবি সম-মর্যাদার অধিকারী। [সহি বুখারী (২৯০৭), সুনানে নাসাঈ (৪০৬৭) ও অন্যান্য]

আহলে-বাইত এর মধ্যে বনু হাশমে বনি আবদে মানাফও অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা হচ্ছে- আলী (রাঃ) এর বংশধর, আব্বাস (রাঃ) এর বংশধর, জাফর (রাঃ) এর বংশধর, আকীল (রাঃ) এর বংশধর, আল-হারছে বনি আব্দুল মোত্তালবি (রাঃ) এর বংশধর। যায়দে বনি আরকাম (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদনীর মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক স্থানে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন; যে স্থানটিতে পানির উৎস ছিল। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, উপদেশে দলিলে, আখরোতকে স্মরণ করিয়ে দলিলে। এরপর বললেন: ‘সুধীমণ্ডলী! জেনে রাখুন, আমি একজন মানুষ! হতে পারে আমার রবের দূত আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি এলে আমি (তঁর ডাকে) সাড়া দিয়ে চলে যাব। কিন্তু, আমি আপনাদের মাঝে দুটো জনিসি রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হচ্ছে- আল্লাহর কতিব; যাতে রয়েছে হদোয়তে ও নূর। সুতরাং আল্লাহর কতিবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। - আল্লাহর কতিবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন-। তিনি বলেন: আর আমার পরিবার। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসাইন তাকে বললেন: হে যায়দে! তঁর পরিবার কারা? তঁর স্ত্রীগণ কী তঁর পরিবার নয়? তিনি বললেন: নশ্চয় তঁর স্ত্রীগণ তঁর পরিবারভুক্ত। কিন্তু, তঁর পরিবার হচ্ছে- তঁর মৃত্যুর পর যাদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। তিনি বললেন: তারা কারা? তিনি বলেন: তারা হচ্ছে- আলী (রাঃ) এর বংশধর, আকীল (রাঃ) এর বংশধর, জাফর (রাঃ) এর বংশধর এবং আব্বাস (রাঃ) এর বংশধর। তিনি বললেন: এদের সকলের জন্যে কী সদকা গ্রহণ হারাম? তিনি বললেন: হ্যাঁ। [মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৬৪)]

আযাদকৃত দাস এর ব্যাপারে দলিল হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস ‘মহেরান’ থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশ্চয় আমরা তথা মুহাম্মদের পরিবারের জন্য সদকা হালাল নয়। কোন গোত্রের আযাদকৃত দাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।” [মুসনাদে আহমাদ (১৫১৫২)]

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহল হচ্ছে- তঁর স্ত্রীবর্গ, তঁর বংশধরগণ, বনু হাশমে, বনু আব্দুল মোত্তালবি এবং তাদের আযাদকৃত দাসগণ। আল্লাহই সর্বজ্ঞে।